যুগান্তর

তারিখ 19 SEP 2017
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ৭

প্রদর্শকদের পদোন্নতিতে অনিয়মের অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রদর্শকদের পদোন্নতি কার্যক্রমে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। পদোন্নতি প্রত্যাশীরা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদধারী হলেও ব্যক্তিবিশেষে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কারও সনদ যাচাই ছাড়াই পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়েছে। আবার কারও সনদ যাচাইয়ে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া পদোন্নতির যোগ্যতার সব শর্ত পূরণ করলেও অনেকের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে দেয়া হয়েছে আপত্তি। এ ধরনের প্রার্থীদের সনদই যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি)। বিপরীত দিকে সুপারিশ প্রাপ্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন চাকরিরত অবস্থায়ই ডিগ্রি করেছেন। কিন্তু তা কী করে সম্ভব হল, সে বিষয়ে তদন্ত করা হয়নি।

> একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদধারী হলেও ব্যক্তিবিশেষে আলাদাভাবে মূল্যায়ন

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) তিন সদস্যের একটি সিন্ডিকেট এসব অনিয়মের পেছনে আছে। কাউকে দ্রুত পদোন্নতি দিতে আর কাউকে বাধাগ্রস্ত করতেই এমন করেছেন তারা। এ নিয়ে নানা মুখরোচক কথা শিক্ষকদের মধ্যে রটেছে। বিষয়টি জানিয়ে সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন বঞ্চিতরা। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, 'মাস্টার্স ডিগ্রি হয়ে থাকে এক বা দুই বছরের। কিন্তু কিছু প্রার্থীর সনদ দেড় বছরের দেখা যাচ্ছে। আসলে যাদের সনদ কমিটির কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে তাদেরটাই যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে।' তিনি বলেন, 'তবে কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন সুপারিশপ্রাপ্তদের গেজেট হয়ে যাবে।